শেষের পাতার পর

বর্তমান পরিস্থিতিতে

সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব।

বিদায় অনুষ্ঠানে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে শামসুল হুদা বলেন, নির্বাচন কমিশন যে আস্থা অর্জন করেছে তা শুধু ধরে রাখলে হবে না, তাকে আরো ওপরে নিয়ে যেতে হবে। বর্তমান নির্বাচন কমিশনের মর্যাদা অনেক ওপরে। নির্বাচন কমিশনের বিষয়ে খুব বেশি প্রশ্ন নেই। ইসি ও নির্বাচনকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হলে যেকোনো মূল্যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমান নির্বাচন কমিশনের মেয়াদের শেষের দিকের নির্বাচনগুলো অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে করতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছে।

সিইসি বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু করতে হলে নির্বাচনের সময় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে কমিশনের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। আর এ জন্য আইন ও বিধিতে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে।

উল্লেখ্য, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে শামসুল হুদার নেতৃত্বাধীন কমিশনের আয়োজনে ২০০৮-এর ডিসেম্বরের সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট। তবে সরকার গত বছর সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়কব্যবস্থা বিলুপ্ত করায় আগামী জাতীয় নির্বাচান হবে দলীয় সরকারের অধীনে।

ইরানে ইসরাইলি হামলার

করেই ইরানে হামলা করতে পারে। ইরানে হামলা হলে বড় ধরনের একটা সামরিক দ্বন্দ্ব শুরু হবে এবং কিছু দেশ চাইবে এ বিষয়টি তাদের নিজেদের হাতে নিতে।

ক্লেগ বলেন, ব্রিটেন সব সময় এ বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করে আসছে যে, ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা এমন একটি ইস্যুতে পরিণত হয়েছে, যা সামরিক হামলার মাধ্যমে নিরসন করা সম্ভব নয়।

নিক ক্লেগের এ বক্তব্য ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম হেগের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। গত মাসের শেষ দিকে হেগ ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছিলেন। সে সময় তিনি বলেছিলেন, ইরানের পরমাণু ইস্যু নিয়ে সব ধরনের ব্যবস্থা নেয়ার পথই খোলা রয়েছে।

এ দিকে মার্কিন দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্ট এক প্রতিবেদনে বলেছে, ইসরাইল আশঙ্কা করছে, কিছু দিনের মধ্যেই ইরান এমন একটা জায়গায় চলে যাবে যেখান থেকে তারা খুব সহজেই পরমাণু বোমা বানাতে পারবে। ইসরাইলের কৌশলগত নিরাপত্তাবিষয়ক মন্ত্রী মোশে ইয়ালুন বৃহস্পতিবার বলেছেন, ইরান এমন এক ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করছে, যা দিয়ে ছয় হাজার কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা সম্ভব।

ইরানের এ ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্প আমাদেরকে লক্ষ্য করে নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রকে লক্ষ্য করেই চলছে এবং ওই ক্ষেপণাস্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে আঘাত হানতে পারবে।

কে এই রাজাকার

সাক্ষীদের জেরার সময় প্রশ্নের মাধ্যমে আদালতে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন, দেলোয়ার শিকদার নামে ভিন্ন একজন রাজাকার ছিলেন। তার পিতার নাম ও মাওলানা সাঈদীর পিতার নামও আলাদা।

পিরোজপুরের স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকেও রাজাকার দেলোয়ার শিকদারের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের অনেক চাঞ্চল্যকর অপকর্মের তথ্য পাওয়া গেছে।

গত ১ ফেব্রুয়ারি প্রবীণ সাক্ষী মধুসূদন ঘরামী মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার পর মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী মিজানুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেছেন, দেলোয়ার শিকদার নামে একজন কুখ্যাত রাজাকার থাকার কথা সাক্ষী মধুসূদন স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, আজকে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হচ্ছে সেগুলো মূলত ১৯৭১ সালে দেলোয়ার শিকদার নামে এই রাজাকারই করেছেন এবং তিনি মারা গেছেন।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে ১ ফেব্রুয়ারি আদালতে সাক্ষ্য দেন ৮১ বছর বয়স্ক আলোচিত সাক্ষী মধুসূদন ঘরামী। দেলোয়ার শিকদার, পিতা রসুল শিকদার নামে পিরোজপুরে একজন রাজাকার থাকার কথা স্বীকার করেছেন সাক্ষী মধুসূদন ঘরামী। তিনি গণরোষে পিরোজপুর নিহত হয়ে থাকতে পারেন বলেও তিনি স্বীকার করেছেন মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীদের জেরার সময়।

এর আগে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আসা বেশ কয়েকজন সাক্ষীকে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীরা রাজাকার দেলোয়ার শিকদার, পিতা রসুল শিকদার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে কেউ বলেছেন, এই নামে কোনো রাজাকারের নাম তারা শোনেননি। কেউ জানিয়েছেন, এই নামে কোনো রাজাকারের নাম তার জানা নেই বা চেনেন না। আবার কেউ বলেছেন, পিরোজপুরে এই নামে কোনো রাজাকার ছিল না।

কয়েকজন সাক্ষী বলেছেন, দেলোয়ার শিকদার নামে তারা যে রাজাকারকে চেনেন তিনিই বর্তমানে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী নামে পরিচিতি। তবে ১ ফেব্রুয়ারি মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীরা রাজাকার দেলোয়ার শিকদারের পিতৃপরিচয় (রসুল শিকদার) সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে প্রশ্ন করলে প্রবীণ সাক্ষী মধুসূদন ঘরামী স্বীকার করেন, এই নামে একজন রাজাকার ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তার অপকর্মের কারণে মুক্তিযোদ্ধা ও এলাকাবাসীর গণরোষের শিকার হয়ে পিরোজপুরে নিহত হয়ে থাকতে পারেন তিনি।

মুধসূদন ঘরামী আদালতে জবানবন্দীতে জানান, দানেশ মোল্লা, সেকেন্দার শিকদার, মোসলেম মাওলানা, আতাহার, দেলোয়ার পিস কমিটি গঠন করেন। তিনি জানান, দেলোয়ার শিকদার আমাদের মুসলমান বানান। তার জবানবন্দী শেষে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী মিজানুল ইসলাম প্রশ্ন করেন- সেকেন্দার শিকদার, দানেস মোল্লা, সৈয়দ মো: আফজাল, দেলোয়ার শিকদার পিতা রসুল শিকদার- এরা রাজাকার বাহিনী গঠন করেন? মধুসূদন 'হ্যাঁ' বলে জবাব দেন।

দেলোয়ার শিকদার সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ পিরোজপুর জেলা কমান্ড কাউন্সিলের প্রস্তুতকৃত পিরোজপুরের রাজাকারদের তালিকায় রাজাকার দেলোয়ার শিকদারের নাম রয়েছে। সেখানে দেলোয়ার শিকদারের পিতার নাম রসুল শিকদার উল্লেখ রয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীদের যে ডকুমেন্ট সরবরাহ করেছেন তার ভলিউম-৩, পৃষ্ঠা ২১৩ তেও রাজাকার তালিকায় দেলোয়ার শিকদার পিতা রসুল শিকদারের নাম উল্লেখ আছে।

পিরোজপুর ও পারেরহাটের প্রবীণ লোকজনের সাথে আলাপ করে রাজাকার দেলোয়ার শিকদার সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। রাজাকার দেলোয়ার শিকদারকে স্থানীয় লোকজন 'দেউল্লা' 'দেইল্লা' বা দেলু রাজাকার নামে চেনেন। তবে দেউল্লা রাজাকার নামে বেশি পরিচিত তিনি। তার পিতার নাম রসুল শিকদার (মৃত)। তাদের বাড়ি পিরোজপুর সোহরাওয়ার্দী কলেজ রোড দিয়ে এগিয়ে গেলে চিলাগ্রামের শিকদার বাড়ি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় নাজিরপুর থেকে পারেরহাট পর্যন্ত এলাকার দায়িত্ব ছিল রাজাকার দেলোয়ার শিকদার ওরফে দেউল্লার। তবে পারেরহাট বন্দরেই তিনি অত্যাচার-নির্যাতন বেশি পরিচালনা করেন।

স্থানীয় সূত্র জানায়, পাক আর্মিদের ক্যাম্পে মেয়েদের তুলে দেয়া, হিন্দুদের ধরিয়ে দেয়া, হিন্দু সমপ্রদায়ের ঘরবাড়ি-দোকানপাট দেখিয়ে দেয়া, হিন্দু পাড়ায় হত্যা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের যেসব অভিযোগ রয়েছে তার অনেক ঘটনার সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন এই দেলোয়ার শিকদার ওরফে দেউল্লা রাজাকার। অনেক হিন্দু বাড়িতে রাজাকার ও পাক আর্মি নিয়ে যাওয়ার সময়ে তিনি নেতৃত্ব দেন বলে অভিযোগ রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তার অনেক অপকর্ম, যা ভুক্তভোগী ও স্থানীয়রা জানতেন কিন' তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়নি। অনেকে মুখবুজে সহ্য করেছেন, কোথাও প্রকাশও করেননি মানসম্মানের কারণে।

পিরোজপুর পারেরহাট, উমেদপুর, মাছিমপুর, শঙ্করপাশা প্রভৃতি এলাকায় হিন্দুপাড়া জ্বালিয়ে দেয়া, লুটপাট, হিন্দুদের হত্যা বিষয়ে রাজাকার দেলোয়ার শিকদার পিতা রসুল শিকদার, রাজ্জাক রাজাকার, মবিন রাজাকার, মোসলেম মাওলানা, দানেশ মোল্লা, সেকেন্দার শিকদার সরাসরি জড়িত বলে স্থানীয় প্রবীণদের কাছে তথ্য পাওয়া গেছে।

মাছিমপুরে ১৩ জন হিন্দুকে হত্যা, উমেদপুরে চিত্তরঞ্জন তালুকদার, জহর তালুকদার, হরেন ঠাকুর, অনিল মন্ডল, সতিষ বালাদের বাড়িতে আগুন দেয়ার ঘটনায় দেলোয়ার, রাজ্জাক, মবিন রাজাকারের জড়িত থাকার বিষয়ে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় লোকজন। পারেরহাট বাজারে হিন্দুপাড়ায় হরলাল মালাকার, অরুন কুমার, তরনী কান্ত, নন্দ কুমারসহ ১৩ জন হিন্দুকে এক দড়িতে বেঁধে নিয়ে পাক আর্মিদের হাতে তুলে দেয়া ও হত্যার সাথেও রাজাকার দেলোয়ার শিকদারের জডড়িত থাকার কথা জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে তার এসব অপকর্মের বিষয়ে এলাকাবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে অভিযোগ করেন। রাজাকার দেলোয়ার শিকদার পালিয়ে যাওয়ার সময় কদমতলায় ধরা পড়েন এবং মুক্তিযোদ্ধা আবেদ আলীর গুলিতে নিহত হন বলে জানিয়েছে সূত্র।

১৯৭১ সালের সাবসেক্টর কমান্ডার মেজর (অব:) জিয়াউদ্দিনের কাছে দেলোয়ার শিকদার পিতা রসুল শিকদার সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে দৈনিক নয়া দিগন্তকে তিনি বলেন, ৪০ বছর আগের কথা, ঠিক মেমোরিতে নেই বিষয়টি; অনুসন্ধান করলে হয়তো বলতে পারব।

মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী মিজানুল ইসলাম জানান, মাওলানা সাঈদীর পিতার নাম ছিল ইউসুফ সাঈদী; মাওলানা সাঈদীর দাখিলের সার্টিফিকেটে তার প্রমাণ রয়েছে।

পিরোজপুর জেলার ইতিহাস বইয়ে স্বাধীনতাবিরোধীদের তালিকা

পিরোজপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগেপিরোজপুর জেলার ইতিহাস নামে একটি বই প্রকাশ করা হয়। বইটিতে পিরোজপুরের উল্লেখযোগ্য ৪৬ জন রাজাকার, শান্তি কমিটি ও স্বাধীনতাবিরোধীর নামের একটি তালিকা প্রদান করা হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর পর পিরোজপুর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামি জামালুল হক মনু (যিনি জেলা কমান্ডার ছিলেন), পিরোজপুর মহিলা পরিষদের নেত্রী মনিকা মন্ডল, দর্পণ পত্রিকার সম্পাদক গৌতম রায় চৌধুরীসহ পিরোজপুর জেলার নামকরা স্থানীয় সাংবাদিক লেখকরা জড়িত ছিলেন এ বই প্রকাশ ও স্বাধীনতাবিরোধীদের তালিকা তৈরির সাথে।

বইয়ে উল্লিখিত পিরোজপুরের স্বাধীনতাবিরোধীরা হলেন সৈয়দ মো: আফজাল, আব্দুস সাত্তার মিয়া, সরদার সুলতান মাহমুদ, আব্দুল আজিজ মল্লিক, আশরাফ আলী চেয়ারম্যান, আজিজুল হক মোক্তার, ডা: মোজাফ্ফর হোসেন, দেলোয়ার হোসেন মল্লিক, সৈয়দ সালেহ আহমদ, মানিক খন্দকার, আতাহার চাপরাশি, সেকান্দার কমান্ডার, নুরু কমান্ডার, হারুনুর রশিদ, দানেশ মোল্লা, সেকেন্দার শিকদার, মোসলেম মাওলানা, আমির আলী, সিরাজুল হক, মইনুদ্দীন চেয়ারম্যান, সবদুল খান, মাওলানা ফজলুর রহমান, মাওলানা আবু জাফর মো: সালেহ, আবু জাফর চেয়ারম্যান, আব্দুল খালেক মাওলানা, আনছার আলী আকন, হালিম চেয়ারম্যান, মতিউর রহমান শিকদার, আব্দুল আলী মিয়া, ওসি নুরুল ইসলাম, ডা: সাইজুদ্দীন, আব্দুল আজিজ, মাওলানা আব্দুর রহিম, আব্দুল হামেদ জমাদ্দার, আশরাফ আলী তালুকদার, মজিদ সরদার, খান সাহেব মো: আব্দুল মজিদ জমাদ্দার, আজাহার আলী, নুরুল ইসলাম, আজিজ মল্লিক, ইস্কান্দার মৃধা, মোস্তাফিজুর রহমান, আরশাদ আলী মিয়া ও অ্যাডভোকেট শমশের আলী।

টিয়ার ১ ও টিয়ার

আবেদনকারীরা ইংরেজী ভাষা জ্ঞানের পরিক্ষা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সুযোগ পাবেন। তবে ৬ এপ্রিলের আগে যারা আবেদন করবেন তারা আগের নিয়মেই ভিসা পাবেন। এ সময়ের পর থেকে সকল আবেদনকারীকে ইংরেজী ভাষা জ্ঞানের পরিক্ষার ফলাফল দাখিল করতে হবে আবেদনের সাথে। অনুমোদিত ইংরেজী টেস্টের একটি তালিকাও সরবরাহ করেছে ইউকেবিএ।

দেখতে হাজার মানুষের ঢল

হবিগঞ্জে এক সাধু মৃত্যুর ৬ দিনপর দেহ অক্ষত

হবিগঞ্জ সদর উপজেলার শিয়ালদাড়িয়া গ্রামের ১শ ৪০ বছরের এক সন্নাসীর মৃত্যু নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলেছেন অলৌকিক ঘটনা, আর কেউ বলেছেন সাধনার মাধ্যমে তিনি জীবিত রয়েছেন। তবে মৃত্যুর ৬ দিন অতিবাহিত হলে তার দেহে অক্ষত রয়েছে। আত্মীয় স্বজন বলছেন, সাধুর ইচ্ছেনুযায়ী তাকে দাহ কিংবা সমাধি না করে একটি মন্দিরে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তাকে এক নজর দেখার জন্য জেলা সদরসহ আশপাশের এলাকার হাজার হাজার নারী-পুরুষ বাড়িতে ভিড় জামাচ্ছেন।

জানা যায়, শেয়ালদাড়িয়া গ্রামের এক কোনোতে বাস করতেন গ্রামের অদয় সরকারের পুত্র হৃদয় সাধু (১৪০)। ছোট বেলা থেকে বিয়ে না করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। ইচ্ছেনুযায়ী নিজের মত চলাচলে অভ্যস্থ ছিলেন তিনি। তবে মাঝে মধ্যে তিনি কারো কোনো সমস্যা অলৌকিকভাবে সমাধান করতেন। এ কারনে হৃদয় সাধুকে অনেকেই বিশ্বাস করতেন। বিশেষ করে গ্রামের নারীরা তাকে বেশি বিশ্বাস করতেন।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, হৃদয় সাধুকে একটি ঘরের বারান্দায় বিছানা করে শুইয়ে রাখা হয়েছে। চারপাশে ভক্তরা তাকে দেখার জন্য ভীড় করছেন। হৃদয় সাধুর ভাতিজা যতীশ চন্দ্র সরকার জানান, হৃদয় সাধু মৃত্যুর আগে তাকে বলে গেছেন তিনি মারা যাওয়ার পর তাকে যেনো দাহ করা না হয়। তার দেহ যেনো একটি ছোট মন্দিরে রাখা হয় এবং মন্দিরের দরজা প্রথম ৬ মাস খোলা রাখার নির্দেশ দেন তিনি। হৃদয় সাধুর কথানুযায়ী তার ভাতিজা যতীশ চন্দ্র সরকার বাড়ির পাশে একটি জায়গায় দ্রুত মন্দির তৈরী করছেন। প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে মন্দির নির্মাণ করা হচ্ছে। ভক্তরা নানা ভাবে সহযোগিতা করছে।

হৃদয় সাধুকে দেখতে আসা হবিগঞ্জ শহরের উমেদনগর গ্রামের বাসিন্দা ঝুমুর রায় বলেন, সাধুবাবা আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী। তিনি মানুষের অনেক উপকার করেছে। মনিপুর গ্রামের সুশীলা সরকার বলেন আমি বাবার ভক্ত। সাধু বাবার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছি।

তিনি সারাক্ষণ হৃদয় সাধুর দেহের পাশে বসে থাকেন। পইল গ্রামের ফুল মিয়া জানান কোনো মৃত ব্যক্তির দেহ এভাবে ৫ দিন সতেজ থাকতে পারে না। তার ধারণা, সাধু হয়তো সাধনার মাধ্যমে মৃতের ভান করছেন। সদর উপজেলার টঙ্গীরঘাট গ্রামের ফকির শফর আলী জানান, হৃদয় সাধুর অনেক গুণ আছে।

আইন শৃংখলার অবনতির আশংকা

দিরাই-শাল্লায় গ্রামীণ মেলা ঘিরে নানা অপকর্ম

দিরাই-শাল্লার অর্ধশতাধিক গ্রামে গ্রামীণ মেলার প্রস্তুতি শুরু করেছেন আয়োজকরা। গ্রামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের নামে এলাকার প্রভাবশালী অর্থলিপ্সু কতিপয় অসাধু লোক এর মূল আয়োজক। এদিকে প্রশাসনও এ ব্যাপারে মৌন সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। এলাকাবাসী জানান, এবার গ্রামীণ মেলার নামে অধিকাংশ গ্রামে জুয়া মাদক ও নারী বণিজ্যের ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। এসব মেলায় স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় একটি মহল রাতে উন্মুক্ত জুয়া, মাদক ও নাচ গানের আসর বসাচ্ছে। মাঝে মধ্যে আয়োজকদের সাথে 'চাওয়া পাওয়া'র ব্যতিক্রম ঘটলে পুলিশের এ্যাকশন শুরু হয়। এ অঞ্চলে মাঘের শেষে এবং ফাল্গুনের শুরুতে শুরু হয় মেলার মৌসুম। দিরাই-শাল্লায় উল্লেখযোগ্য মেলার আসর গুলো হচ্ছে ধল, বাহাড়া, হাতিয়া, মাতার গাও, বড় নগদীপুর, শ্রীহাইল আনন্দপুর, ভরারগাও, রায় বাঙ্গালি, রঙ্গারচর, করিমপুর, কদমতলী। এলাকার একধরনের সুবিধাভোগী অর্থলিপ্সু অসাধু ব্যক্তিদের দৌরাত্মে এসব মেলার গ্রামীণ ঐতিহ্য ও জৌলুস নেই বললেই চলে। গত বছর রায়বাঙ্গালী গ্রামে মেলায় জুয়ার টাকা ভাগাভাগি নিয়ে সংঘর্ষ বাধে এবং ডাকাতি সংঘটিত হয়।